ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার 'বিতর্কিত' মন্তব্য : তীব্র সমালোচনা

পৃঃ ৫

'আমি ক্রিকেটকে বেছে নিতাম ছেলে হয়ে জন্মালে'

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৮৯ ● কলকাতা ● ২৪ আষাঢ়, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১০ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আজ পুনর্নির্বাচন,

কোন জেলায় কতগুলি বুথে ফের ভোট? তালিকা প্রকাশ কমিশনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রত্যাশিত ভাবেই আগামিকাল, সোমবার বিভিন্ন জেলার বহু বুথে পুনর্নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য নির্বাচন কমি□শন। গত□কাল পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক হিংসায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জেলা। অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জেলায় জেলায় দেখা গিয়েছিল অবাধ ভোট লুঠের ছবি।এখনও পর্যন্ত যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ৩১টি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ৩৬টি বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের যে বুথগুলিতে ফের ভোট হবে তার মধ্যে নন্দীগ্রামেরও দুটি বুথ রয়েছে। এ ছাড়াও উত্তর দিনাজপুরের ৩৯টি বুথ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ১০টি, হাওড়ায় ৮টি বুথে পুনরায় ভোট হবে।

গতকাল ভোট চলাকালীন সবথেকে বেশি উত্তপ্ত ছিল মুর্শিদাবাদ। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোট ১৭৫টি বুথে পুনর্নির্বাচনের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।ভোট শেষের পরেই জেলা প্রশাসনের থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কোন জেলায় কতগুলি বুথে পুনরায় ভোট হবে, তার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

'কিছু না করারই নির্দেশ ছিল', প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা,

'দিদি-মোদি সেটিং' তত্ত্ব অধীরেরও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয়েছিল রাজ্যে । বাহিনীর উপস্থিতিতেই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। কিন্তু আটকানো যায়নি অশান্তি, হিংসা এবং প্রাণহানি। সবমিলিয়ে ৩৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে এখনও পর্যন্ত। বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও এমনটা ঘটল কী ভাবে, কেন্দ্রীয় বাহিনী কী করছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।যদিও দিলীপের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, "ওরাই তো কেন্দ্রীয় বাহিনী পুরোটা পাঠায়নি! চেয়েও সময় মতো পাওয়া যায়নি বাহিনীকে। আর কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেই যে শান্তিপূর্ণ ভোট হবে, কে বলেছে? গতবার তো কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতেই মারা গিয়েছিল? মণিপুরে কী হচ্ছে? যে কোনও প্রাণ যাওয়াই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু ৬১ হাজারের বেশি বুথ, তার মধ্যে কিছু বুথে হিংসা হয়েছে। অবশ্যই অবাঞ্ছিত। বেশিরভাগই তৃণমূলের লোক মারা গিয়েছেন।"সেই আবহে 'দিদি-মোদি সেটিং' তত্ত্ব উস্কে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীও ।

কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়েও পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবাধ সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়নি। চোখের সামনে সব ঘটতে দেখেও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সেই আবহেই 'দিদি-মোদি সেটিং' তত্ত্ব উস্কে দিলেন অধীর। তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সঙ্গে সমঝোতা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বাংলায় যাতে কিছু না করে কেন্দ্রীয় বাহিনী, যাতে দিদির ক্ষতি না করে, সেই নির্দেশ অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল। দিল্লির সঙ্গে সমঝোতা করেছে তৃণমূল।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যজুড়ে ভোটের বলি ১৯!

গণতন্ত্রের 'উৎসবে' শুধু মুর্শিদাবাদেই ৫ লাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের দিনই তুলকালাম বাংলাজুড়ে। গোটা রাজ্যে নিহত ১৮। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৬৬.২৮ শতাংশ। ভোটের সন্ত্রাসের দায় কার? কমিশনারের নিশানায় কেন্দ্রীয় বাহিনী । দিনভর বুথে ঢুকে চলল অবাধে ছাপ্পা ভোট! পুড়িয়ে দেওয়া হল ব্যালট বাক্স কোথাও আবার পুকুরের জলে ভাসছে ব্যালট পেপার।ভোট শুরুর আগেই তৃণমূল প্রার্থীর শ্বশুরের মৃত্যু হল বোমা বিস্ফোরনে। ঘটনাটি রেজিনগর থানার নাজিরপুর এলাকায়। মৃতের নাম ইয়াসিন সেখ(৫২)। গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী কবিতা বিবির শ্বশুর। বোমা বিস্ফোরনে মৃত্যুহয়েছে বলে জানা যায়। লালগোলা থানার ময়া ছাইতনী এলাকায় ভোট দিতে যাওয়ার সময় এক সিপিআইএম কর্মীকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম রওশন আলি(৪৩)। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। পুলিশের সামনেই এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতের ভাইপো

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে **Spot Exam** এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

পূর্ব মেদিনীপুর রাখতে পারবেন

শুভেন্দু অধিকারী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৫ বছরের ব্যবধানে লড়াইয়ের রাজা-মন্ত্রী-গজ-বোরেরা সব ওলটপালট। তৃণমূল জন্মের কয়েক বছর পর থেকে ২০২০ পর্যন্ত পূর্ব মেদিনীপুরে দলের মাথায় বরাবরই অধিকারী পরিবারের রাজত্ব। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট ছিল তৃণমূলে থাকা শুভেন্দু অধিকারীর লড়াই। এ বার তৃণমূলহীন শুভেন্দু কি নিজের জেলায় সম্মানজনক জমি ধরে রাখতে পারবেন?বিজেপির জেলা নেতাদের একাংশ মনে করছেন, বেশ কিছু জেলা পরিষদ আসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতে জিতবেন তাঁরা। কিন্তু জেলা পরিষদে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের কথা বা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেওয়ার কথাও হলফ করে বলতে পারছেন না কেউ। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, যে সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে, তাতে মানুষের মতামতের বহিঃপ্রকাশই সম্ভব নয়। তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কেন, গোটা রাজ্যেই বিরোধীদের ভাল ফল করা মুশকিল বলেই মত প্রকাশ করেছে রাজ্য বিজেপির একাংশ। তবে একই সঙ্গে বিজেপি মনে করছে, সম্মানজনক বিরোধী হবেন তাঁরাই।

কী হবে শুভেন্দুর নন্দীগ্রামে? নন্দীগ্রাম-১ নিয়ে বিজেপির সে ভাবে কোনও প্রত্যাশা নেই। তবে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর 'ভালমন্দ' নির্ভর করছে ২ নম্বর ব্লকের ফলাফলের উপর। গোটা জেলার ফলের পাশাপাশি, এই ব্লকের অধীনে থাকা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের দিকে আলাদা ভাবে তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্বও।না কি শুভেন্দু এবং তাঁর অধিকারী পরিবারকে ছাড়াই আবার একই ছন্দে পূর্ব মেদিনীপুর দখল করবে তৃণমূল? মঙ্গলবারই এর উত্তর স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদিও শনিবারের ভোটের পর বিজেপি তথা শুভেন্দুর পক্ষে বড় বাজি ধরছেন না জেলা রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞজনেরা।কারণ, ভোটের দিনে জেলার অধিকাংশ এলাকা জুড়েই দাপট দেখিয়েছে শাসকদল তৃণমূল। আবার ময়না, পটাশপুর বা খেজুরির মতো ব্লকে ভোটের পর সন্তুষ্ট দেখিয়েছে বিজেপিকে। কিন্তু শুধু এই কয়েকটি ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে জেলা পরিষদ দখলের কথা ভাবা সম্ভব নয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোনও বিজেপি নেতা তেমন দাবি করছেনও না। ভগবানপুরের বিজেপি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতি যেমন তাঁর জেলার ফলের সঙ্গে শুভেন্দুর সাফল্য-অসাফল্য মাপতেই রাজি নন। আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি বলেন, "শুভেন্দুবাবু কী ভাবে সারা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন, তা গোটা দেশ দেখেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভুমিপুত্র তিনি, তাই হয়তো তাঁর জেলা নিয়ে এত বেশি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু শুভেন্দুবাবুর লড়াই শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যবে থেকে তিনি বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব নিয়েছেন, তবে থেকেই তিনি রাজ্যের সব প্রান্তে গিয়ে মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছেন, তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জয় পরাজয় দিয়ে তাঁর নেতৃত্বের মূল্যায়ন করা উচিত হবে না।"

তৃণমূল অবশ্য দাবি করছে, পূর্ব মেদিনীপুরে শুভেন্দুর অতীত সাফল্য পুরোটাই ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে। জেলার তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরির কথায়, "পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কেন, বিরোধী দলনেতা নিজের বিধানসভার অধীনে থাকা জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতেই জিততে পারবেন না। জেলাতেও সার্বিক ভাবে বিজেপির ফল খারাপ হবে বলেই আমরা মনে করছি। আসলে দিদির আলোয় আলোকিত হয়েই উনি সব কিছু করেছিলেন। দিদির ছবি সরে যেতেই বিরোধী দলনেতার প্রকৃত মূল্য প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। যিনি নিজের বিধানসভা এলাকার পঞ্চায়েতও হয়তো জেতাতে পারবেন না।" তাঁর আরও সংযোজন, "বিধানসভা ভোটে কারচুপি করে জেতার শাস্তিও নন্দীগ্রামের মানুষ এ বার তাঁকে দিয়ে দিয়েছে। ফল বেরোলেই দেখতে পাবেন।''তৃণমূলে থেকে চারটি পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে শুভেন্দুর। ২০০৩, ২০০৮, ২০১৩ এবং ২০১৮। প্রথমটি বাদে বাকি তিনটিতেই জয় পেয়েছিল তৃণমূল। বিরোধী দলে থাকাকালীন শাসকদল সিপিএমের থেকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ ছিনিয়ে এনেছিলেন শুভেন্দু। ২০০৮ সালের বাম আমলের শেষ পঞ্চায়েত ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি এই জেলা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল। সৌজন্যে নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন। সেই থেকে শুভেন্দুর জেলা বলেও পরিচিত হতে থাকে পূর্ব মেদিনীপুর। তখন জেলা তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী।২০১৩ সালের পঞ্চায়েতে বামেরা জেলা পরিষদে মাত্র ৬টি আসনে জেতে। বাকি সব শুভেন্দুর তৃণমূল। ২০১৮ সালে

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি না তৃণমূল কে জিতবে

শুভেন্দু অধিকারীর জেলায়, স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল বুথ ফেরত সমীক্ষায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের বিধানসভায় নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারীর লড়াই পূর্ব মেদিনীপুরে জেলাকে এপি সেন্টারে পরিণত করেছিল। সেই রেশ পঞ্চায়েত নির্বাচনের বলবত রয়েছে। তাই এই জেলা কার দখলে যায়, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলের উতসাহ তুঙ্গে। এই অবস্থায় বুথ ফেরত সমীক্ষায় মিলল আভাস। তেমনই ঝাড়গ্রামের জেলা পরিষদ আসন ১৯টির মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ১৩ থেকে ১৭টি। আর বিজেপি পেতে পারে ২ থেকে ৬টি। বাম-কংগ্রেস পেতে পারে বড়োজোর একটি আসন। ফলে শুভেন্দুর পাশাপাশি দিলীপ ঘোষের জেলাতেও সাফল্য পাচ্ছে না বিজেপি।

আবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরেও এবার বিজেপি সাফল্যের খোঁজ পাবে না বলে আভাস দিয়েছে সি ভোটারের সমীক্ষা। সি ভোটারের সমীক্ষা অনুযায়ী এই জেলায় ২১ আসনের মধ্যে তৃণমূল পেতে পারে ১১ থেকে ১৫টি আসন। বিজেপি পেতে পারে ৬ থেকে ১০টি আসন। বাম-কংগ্রেস বড়োজোর ১টি।বুথ ফেরত সমীক্ষায় আভাস, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এবার কাঁটে কা টক্কর হতে পারে। তৃণমূল ও বিজেপির এই লড়াইয়ে কে টেক্কা দেবে? সি ভোটারের সমীক্ষায় আভাস, তৃণমূল এই কাঁটে কা টক্করে শেষ হাসি হাসতে পারে। বিজেপি লড়াই দিলেও শুভেন্দুর জেলায় জয় থেকে দূরে রয়ে যাবে তারা।

সি ভোটারের সমীক্ষা অনুযায়ী পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ৭০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ৩৫ থেকে ৪৫টি আসন। আর বিজেপি পেতে পারে ২৬ থেকে ৩২টি আসন। সেক্ষেত্রে তারা জয় থেকে দূরে রয়ে যাবে। আর বাম ও কংগ্রেসের ঝুলিতে যেতে পারে সাকুল্যে দুটি আসন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে ম্যাজিক ফিগার ৩৬টি। সেক্ষেত্রে তৃণমূল এই জেলা পরিষদ জিততে পারে বলে আভাস সি ভোটারের সমীক্ষায়। তবে বিজেপি এবার জোর লড়াই দেবে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে সমীক্ষা।

সি ভোটারের সমীক্ষা অনুযায়ী বহু জেলাতেই বিরোধীরা টক্কর দিচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে কোনো জেলাতেই শেষ হাসি হাসার সম্ভাবনা বিরোধীদের মধ্যে কারো নেই। তবে উত্তরবঙ্গে বিজেপি দুটি জেলা পরিষদ ছিনিয়ে নিতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গে শুভেন্দুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে যেমন তৃণমূলই শেষ হাসি বাসবে বলে আভাস মিলেছে, সংযুক্ত মেদিনীপুরের আরও দুই জেলা পশ্চিম মেদিনীর ও ঝাড়গ্রামেও এবার তৃণমূলের জয়ের সম্ভাবনা। পশ্চিম মেদিনীপুরের ৬০টি আসনের মধ্যে ৩১ থেকে ৪১টি পেতে পারে তৃণমূল। আর বিজেপি পেতে পারে ১৯ থেকে ২৫টি আসন। বাম-কংগ্রেস পেতে পারে সর্বোচ্চ ৪টি।

রাজ্যপাল ও বিরোধীদের প্ররোচনায়

এত মৃত্যু হয়েছে ভোটে', বিস্ফোরক মন্ত্রী চন্দ্রিমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবারের পর রবিবারও রাজ্যে ঘটছে একের পর এক হিংসার ঘটনা। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ছবি সামনে আসছে। মুহুর্মুহু বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। শুধুমাত্র ভোটের দিনেই মৃত্যু হয়েছে ১৬ জনের। বিরোধীরা যখন এই নিয়ে রাজ্য সরকার ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা নিয়ে সরব হচ্ছে, তখন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য হিংসার ঘটনার জন্য সরাসরি বিরোধীদের দায় করছেন। হাইকোর্টের নির্দেশে, পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার কথা বলেছিল কমিশন। কিন্তু সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন ছিল, কোথায় কেন্দ্রীয় বাহিনী? কেউ কেউ আবার মজা করে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী খুঁজতে চোখে দূরবীন লাগাতে হয়েছে।' এই কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কমিশন ও বিএসএফের মধ্যে বাকবিতণ্ডার সংবাদও প্রকাশ্যে এসেছে।

সেই নিয়ে সরব হয়েছেন চন্দ্রিমাও। তিনি বলেন, 'আদালতই কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা বলেছে। ভোটের দিনে কোথায় ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী?'শুধু তাই নয়, চন্দ্রিমার নিশানায় ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও!শনিবার ছিল বাংলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন জেলা। মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি হয়েছে, গুলি চলেছে। বাংলার প্রায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মী, নেতাদের মৃত্যু হয়েছে। এই হিংসার ঘটনার জন্য বিরোধীদের ও রাজ্যপালকেই দায়ী করলেন চন্দ্রিমা।

তিনি বলেন, 'কয়েকটি ঘটনা তো ঘটেছে। বিরোধীরা ও শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল এত প্ররোচনা দিয়েছেন তাতেই এই ঘটনা ঘটেছে।' ভোটের দিনই মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। রবিবার বাসন্তীর এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। ভোটের দিনের হিংসায় আহত হয়েছিলেন তিনি। সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা বলেন, 'সব মৃত্যুই দুঃখজনক। তবে যতজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তৃণমূল কর্মী ও প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি।'

গণনার পরে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে

গ্রাম বাংলার পরিস্থিতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার পরিস্থিতি। রবিবারও মুর্শিদাবাদ মালদা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। যথেচ্ছ অগ্নিসংযোগ, রাস্তা অবরোধ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, এইসব ঘটনা ঘটেছে দিনভর।এই ঘটনার পর গোয়েন্দা দফতরের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে পাঠানো হয়েছে।

তবে সংখ্যালঘু ভোট বাক্সে চিরকালই রাজনৈতিক দলগুলির লক্ষ্য থাকে। বিজেপিও যে সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার চেষ্টা করে না তা নয়। তবে তারা ওই ভোটের উপর 'নির্ভর' করে না। কিন্তু তৃণমূল সংখ্যালঘু ভোটের উপর 'নির্ভরশীল'এমনটাই মনে করে রাজনৈতিক মহল। সেই কারণেই নওশাদ তথা আইএসএফের 'উত্থান' নিয়ে শাসক শিবিরে সামান্য হলেও একটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে ইতিহাস বলছে, সংখ্যালঘু ভোট আচমকা শিবির বদল করে না। কিন্তু করলে রিতিমত ঢেলে বাক্স বদল হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সাচার কমিটির রিপোর্টের অব্যবহিত পরেই বাংলার সংখ্যালঘুরা আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেয়নি। তৃণমূলের দিকে ঘুরতে সময় নিয়েছিল। ফলে সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের প্রতি আচমকা পুরোপুরি 'বিমুখ' হয়ে পড়বেন, তেমন সম্ভাবনা নেই বলেই অনেকে মনে করছেন। তাঁদের মতে, বাংলায় প্রধান বিরোধীদল যখন বিজেপি, তখন পঞ্চায়েত ভোটের ঘটনাবলি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো অনুচিত। পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় স্তরে আরও অন্য সমীকরণ কাজ করে। তবে এখন দেখার বিষয় এটি যে গোয়েন্দা রিপোর্টের উপরে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর আগামী মঙ্গলবার নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পরবর্তী সময়ে অশান্তি ও প্রাণহানি ঠেকাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কিভাবে ব্যবহার করে। কারণ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের এখন মূল লক্ষ্য যে কোন মূল্যে গ্রামবাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনা।সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর আরো উতপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । রাজ্যের তিন থেকে চারটি জেলায় আইনশৃঙ্খলা অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু জেলায় পুলিশকে টার্গেট করা হচ্ছে। থানায় হামলা হতে পারে। পুলিশ ফাঁড়ি বা পুলিশের গাড়িতে অতর্কিতে আক্রমণ ঘটতে পারে।রবিবার এইরকমই উদ্বেগ জনক রিপোর্ট গোয়েন্দাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে। মুর্শিদাবাদ, মালদা সহ বেশ কিছু জেলায় একাধিক গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতী অতর্কিত ঢুকে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে গোয়েন্দারা আগাম রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরকে সতর্ক করে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের দিন থেকে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ, মালদা, কোচবিহার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষত ভাঙ্গড় এবং হুগলি ও মেদিনীপুরে বেশ কিছু এলাকায় উপযুক্ত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করার পরামর্শ দিয়েছে।সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় ভোটের দিন তৃণমূলের দু'জন খুন হয়েছেন। তারা দু'জনই সংখ্যালঘু। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া, মালদহের মানিকচক, নদিয়ার চাপড়ায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই সংখ্যালঘু। বস্তুত, ভোটের দিন মুর্শিদাবাদের নওদায় নিহত কংগ্রেসকর্মীর বাড়িতে গিয়ে রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বারংবার বলেছেন, "একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে খুন করছে তৃণমূল! যিনি মাত্র তিন দিন আগে হজ করে ফিরেছিলেন।"অধীরের বক্তব্যের উদ্দেশ্য একেবারেই অস্পষ্ট নয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।
বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

রাজ্যজুড়ে ভোটের বলি ১৯!
গণতন্ত্রের 'উৎসবে' শুধু মুর্শিদাবাদেই ৫ লাশ

রাজিবুল ইসলাম বলেন, আমার কাকা সকালে ভোট দিতে যাচ্ছিল তখনই তৃণমুল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কাকার উপর চড়াও হয় ও বাঁশ দিয়ে পিটাতে শুরু করে। ভোটের আগের দিন রাতেই তৃণমূল কর্মী খুন হয়। বেলডাঙ্গা থানার কাপাসডাঙ্গায় তৃণমূল কর্মী বাবর আলি(৪২)কে খুন করে দুষ্কৃতীরা। একটি চায়ের দোকানে বসে ছিল সেইসময় দুষ্কৃতীরা এসে ফুলচাঁন সেখ ও বাবর আলিকে মারধর ও কোপায় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে মেডিক্যালে ভর্তি করা হলে বাবর আলি মারা যান। অন্যদিকে কুলতলিতেও এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। জানা যায় বুথ কেন্দ্রে মারপিটের জেরেই মৃত্যু হয় ব্যক্তির। এখনও মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি!সবমিলিয়ে গণতন্ত্র প্রহসনে পৌঁছল রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোট ২০২৩-এ।

ভোটের দিন সাতসকালে পুলিশ সেজে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে খড়গ্রাম থানার রতনপুর নলদীপ গ্রামে। মৃতের নাম সতোরুদ্দিন সেখ (৫২)। অভিযোগ বাম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে মৃতদের উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এলাকায় মোতায়েন বিশাল পুলিশ বাহিনী। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। মৃতের আত্মীয় কিসমত সেখ বলেন, কংগ্রেস আর সিপিআইএম লোকরা পুলিশ সেজে বাড়িতে ঢুকে সতোরুদ্দিনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। আমরা এর বিচার চাই। আমরা চাই পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক।

লিয়াকত সেখ(৬২) নামে আরও একজনের মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। নওদা থানার গঙ্গাধারী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সামনে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন, সেইসময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা মারে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। অস্ত্রপচারের কিছুক্ষন পরেই মারা যান। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে পরিবারের দাবি। শোকের ছায়া পরিবারজুড়ে। মৃত্যুর খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ছুটে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরী বলেন, বুথ লুঠ করতেই একজন বয়স্ক মানুষকে এইভাবে খুন করা হল। আহত আর মৃত্যুর তালিকা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলব ভোটের নামে এত সন্ত্রাস এত রক্ত ছড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ভেঙে পড়ল বহুতল,
মৃত ৬ ও জখম ১০

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল পাক পঞ্জাবে। রবিবার সকালে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম এলাকায় একটি বহুতলে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। জোরাল বিস্ফোরণে বহুতলটি একেবারে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৬ জনের এবং গুরুতর জখম হয়েছেন ১০ জন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই পঞ্জাবের সারগোধা জেলার ভালওয়াল তেহসিল এলাকায় একটি গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণে ৭ জনের মৃত্যু হয় এবং ১৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। এর আগে গত মাসে তিনটি পৃথক গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৭ জন জখম হয়েছেন। ঝিলমের ডেপুটি কমিশনার সামিউল্লাহ ফারুক জানান, ঝিলমে জিটি রোডের উপর অবস্থিত একটি তিনতলা বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে জোরাল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বহুতলটি ধসে পড়ে। খবর পেয়েই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ধ্বংসস্তূপের নীচে থেকে হতাহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই ৪-৫ জনের মৃত্যু হয় এবং ১০ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন ডিসিপি।

অন্যদিকে, বহুতলটি ভেঙে পড়ার পরই মেশিন দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ধ্বংসস্তূপ সরানো হয় এবং আপতকালীন ততপরতার সঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা আহতদের চিকিৎসা শুরু করেন বলে জানিয়েছেন ঝিলম জেলা পুলিশ আধিকারিক।

১-ম পাতার পর

'কিছু না করারই নির্দেশ ছিল',
প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা,
'দিদি-মোদি সেটিং' তত্ত্ব অধীরেরও

তৃণমূলকে সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ভোটের দিন ১২টার সময় বাহিনী আসছে! বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন? বাংলার বিজেপি নেতাদের এ নিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত।"যদিও অধীরের এই দাবি মানতে নারাজ বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা বঙ্গ বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি রাজ্য প্রশাসনের দিকেই আঙুল তুলেছেন। দিলীপের বক্তব্য, "কোথায় ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী? হাইওয়েতে গাড়ি করে ঘুরছিল। থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। আদালত জোর করে পাঠিয়েছে, কিন্তু প্রশাসন ব্যবহার করেনি। প্রশাসন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করলে এত মানুষ খুন হত না। ভোট করতে দেওয়া হয়নি, পুনর্নির্বাচনের দাবি করব।"

'মৃত্যুর এই খেলা মেনে নেবেন?',
বাংলার পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তি নিয়ে রাহুলকে তোপ স্মৃতির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে লাগামহীন সন্ত্রাসের অভিযোগ। হিংসার বলি অন্তত ১৯। আর তা নিয়েই এবার বাংলার শাসক দলকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। শুধু তৃণমূলকে তুলোধোনাই নয়, বঙ্গভোটের রক্তাক্ত পরিস্থিতি নিয়ে স্মৃতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন রাহুল গান্ধীর দিকেও।এরপরই কংগ্রেস নেতা রাহুলের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন স্মৃতি । জানতে চান, 'যারা বাংলায় তাণ্ডব চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলানোর বিষয়টা মেনে নিতে পারবে তো গান্ধী পরিবার? মৃত্যুর এই খেলা মেনে নিচ্ছেন রাহুল গান্ধী?' যদিও এনিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি সোনিয়াপুত্র। তবে পঞ্চায়েত ভোটকে হাতিয়ার করেই চব্বিশের জোটে চিড় ধরানোর মঞ্চটা যেন সাজাতে শুরু করে দিল মোদি সরকার।শনিবার বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটে উত্তপ্ত হয়েছে মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, বাসন্তী-সহ বিভিন্ন জেলার একাধিক এলাকা। মুড়ি-মুড়কির মতো হয়েছে বোমাবাজি, চলেছে গুলি। আর এই অশান্তির জন্য একে অন্যের দিকে দায় ঠেলার রাজনীতি চলছে। তৃণমূল বলছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যর্থ। আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। কমিশন আবার তুলে ধরছে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা। কিন্তু এই টানাপোড়েনের মাঝে অনেকগুলি প্রাণহানি ঘটে গিয়েছে। যদিও কমিশনের তরফে মৃতের সংখ্যা দশ বলা হয়েছে। আর এই আবহেই এবার রাহুল গান্ধীকে নিশানা করলেন স্মৃতি।

আসলে চব্বিশের লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে ঐকয়বদ্ধ জোটের পথে হাঁটার ডাক দিয়েছে বিরোধীরা। যেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। পাটনায় বিরোধীদের বৈঠকেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাহুলকে। কেন্দ্রে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক। আর পঞ্চায়েত অশান্তির আবহে এই জোট নিয়েই রাহুলকে খোঁচা দিয়েছেন স্মৃতি। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে কত মানুষ প্রাণ হারালেন। গোটা দেশ পঞ্চায়েতে বাংলার ভয়ংকর ছবিটা দেখল। আর এই তৃণমূলের সঙ্গেই হাত মেলাচ্ছে কংগ্রেস।'

২ পাতার পর

পূর্ব মেদিনীপুর রাখতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী?

৬০টি জেলা পরিষদ আসনের সবক'টিই জিতে নেয় তৃণমূল। ৭টিতে জয় এসেছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তৃণমূল ৬২ শতাংশ, বামেরা ১৮ শতাংশ এবং বিজেপি ১৯ শতাংশের মতো ভোট পায়।২০২৩ সালে জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা বেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। এ বার জেলা পরিষদে ৭০টি আসন। কেমন ফল করবে শুভেন্দুর বিজেপি? দেড় দশক পর বিরোধী নেতা হিসেবে তাঁকে পঞ্চায়েত ভোটের মুখোমুখি হতে হয়েছে নিজের জেলায়। একটা সুবিধা শুভেন্দুর রয়েছে। দীর্ঘ দিন তৃণমূলের সঙ্গে থাকার কারণেই এর সাংগঠনিক ক্রিয়াকৌশলের সঙ্গে তিনি পরিচিত। বিরোধী নেতা হিসেবে পাল্টা কৌশল তৈরিতে এটা সুবিধাজনক বটেই। কিন্তু বিজেপি নেতাদের যুক্তি, শুভেন্দু পূর্ব মেদিনীপুরের লোক হতে পারেন, দীর্ঘ দিন এই জেলায় সংগঠনও করেছেন তিনি, এই জেলা থেকেই তিনি বিধায়ক হয়ে বিরোধী দলনেতা, কিন্তু এই জেলায় বিজেপির কোনও সাংগঠনিক গুরুদায়িত্বেই তিনি নেই। রাজ্যনেতা হিসেবেই এখন তিনি এই জেলায় সভা-সমাবেশ করেন। এই তথ্য ঠিক হলেও, এটাও ঠিক যে, বছরের পর বছর ধরে যে জেলায় তিনি সংগঠন করেছেন, যে জেলা থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছেন, সেই জেলার ফলের সঙ্গে তাঁর নাম বিচ্ছিন্ন করার মতো সময় এখনও আসেনি।

বরিশাল-৪-এ সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী
মোমিন মেহেদীর জনসংযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বরিশাল-৪(হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-কাজীরহাট)-এর সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে ব্যাপক জনসংযোগ করছেন নতুনধারার রাজনীতিক-কলামিস্ট মোমিন মেহেদী। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের আবেদনকৃত রাজনৈতিক প্লাটফর্ম নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মেহেদী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মসূচি-সভা-সেমিনারের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অত্র এলাকার মানুষদের বিপদে-আপদে পাশে আছেন ২০০৫ সাল থেকে। ছাত্র জীবন থেকেই বরিশাল-৪ বাসীর জন্য ফ্রি চক্ষু শিবির, সেলাই প্রশিক্ষণ, ঈদ উপহার প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে জনগণের মন ছুঁতে চেষ্টা করেছেন। নদী ভাঙ্গনরোধসহ বিভিন্ন দাবিতে বরিশাল-৪-এর বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি জাতীয় প্রেসক্লাবে একাধিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন মোমিন মেহেদী।

মেহেন্দীগঞ্জ ফাউন্ডেশন, নদী ভাঙ্গণরোধ আন্দোলন ও বরিশাল রত্ন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মোমিন মেহেদী আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে বলেন, বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-কাজীরহাট) বাসী বরাবরই বঞ্চিত হয়েছে ছাত্র-যুব-জনতা বিরোধী ব্যক্তিদেরকে জনপ্রতিনিধি করার কারণে। আগামীতে তারা আর সেই ভুল করবে না, অর্থের বিনিময়ে ভোট, সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভোট তারা আর রাজনৈতিক পাষন্ডদেরকে দেবে না, যারা রাতের অন্ধকারে ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চায়, একের পর এক লাশের উপর দিয়ে অর্থের পাহাড় বানায় তাদেরকে 'না' বলে লোভ মোহহীন নতুন প্রজন্মের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে নির্বাচিত করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

উল্লেখ্য মোমিন মেহেদী ওরফে মোমিনুল ইসলাম মেহেদী ২০০১ সালে বরিশালে জনপ্রিয় দৈনিক দক্ষিণাঞ্চল ও আজকের কাগজে সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালিন সময়ে সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি চর্চায় যুক্ত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার আন্দোলন জোটের প্রথমে সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি আন্দোলনে নিবেদিত থেকে কলাম লিখেছেন, আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ ও বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন ২০০৯ পর্যন্ত। এরপর তিনি বেশ কিছুদিন শ্রমিক লীগের সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে রেডর‍্যালীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটান নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির। তিনি নিরন্তর পরিশ্রমি মোমিন মেহেদী নির্বাচন কমিশনের সকল শর্ত পূরণ পূর্বক ১৫৬ শাখা কমিটি, ব্যাংক একাউন্ট, ট্রেজারারি চালান কপি সহ আবেদন করেন ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর। পেশায় শিক্ষক ও শিল্পউদ্যেক্তা মোমিন মেহেদীর অর্থনৈতিক দিক নয়; অত্রএলাকার মানুষ সততা-মেধা ও যোগ্যতায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাকে বিজয়ী করবে বলে বিশ্বাস করেন তিনি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা ১০ জুলাই, ২০২৩ সোমবার ২৪ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে নিহতের সংখ্যা ৩৬, পরিসংখ্যান প্রকাশ পুলিশের

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও হিংসার ঘটনায় কেবলমাত্র শনিবার ভোটের দিন মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। আর নির্বাচন ঘোষণার তারিখ থেকে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে এখনও পর্যন্ত নিহত ৩৬ জনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ২২, বিজেপির ৩, বামফ্রন্টের ৪, কংগ্রেসের ৪, আইএসএফের ১ এবং ২ জন সাধারণ ভোটার রয়েছেন।মোট ৩৬ জন নিহতের মধ্যে কোন জেলার কত জন রয়েছে তা পুলিশের তরফে পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে। ভোটকে কেন্দ্র করে হিংসার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে শুধু মুর্শিদাবাদের ৯ জনের। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৬, কোচবিহারের ৪, মালদার ৩, উত্তর দিনাজপুরের ৩, উত্তর ২৪ পরগনার ২, পুরুলিয়ার ২, পূর্ব বর্ধমানের ২, নদিয়ার ২, বীরভূমের ১, দক্ষিণ দিনাজপুরের ১, পশ্চিম মেদিনীপুরের ১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। রাজ্যের বাকি ১০ জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে এই ৩৬ জনের মধ্যে ২৩ জন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের, বাকি ১৩ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের।

রাজ্য পুলিশের পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, শনিবার পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন হিংসার ঘটনায় মৃত ১৪ জনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ৮ জন, বামফ্রন্টের ২ জন, কংগ্রেসের ১ জন এবং ২ জন সাধারণ ভোটার রয়েছে। ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে এই ১৪ জনের মধ্যে ১০ জন মুসলিম এবং ৪ জন হিন্দু।অন্যদিকে পঞ্চায়েত ভোটের আগের দিন পর্যন্ত নিহত ২২ জনের মধ্যে তৃণমূল কর্মী রয়েছে ১৪ জন, বিজেপি কর্মী রয়েছে ৩ জন, বামফ্রন্টের রয়েছে ১ জন এবং আইএসএফের ১ জন। ধর্মীয় পরিচয়ের নিরিখে এই ২২ জনের মধ্যে ১৩ জন সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের, বাকি ৯ জন হিন্দু ।

আওয়াজে রাতে ঘুমাতে পারছেন না বৌবাজারের বাসিন্দারা,

খবর পেয়ে ব্যবস্থা নিল মেট্রো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আবারও আতঙ্ক। স্থান সেই বৌবাজার। সেখানে চলছে মেট্রোর বোরিংয়ের কাজ। যেকারণে ভাইব্রেশন ও আওয়াজ হচ্ছে। রাতে ঘুমোতে না পেরে অতিষ্ট লোকজন। ফের এক নতুন সমস্যায় জেরবার বউবাজারের বাসিন্দার। নির্মীয়মাণ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাছে বসবাসকারী বউবাজারের বাসিন্দাদের একটি সংগঠন সম্প্রতি নির্মাণের দায়িতে থাকা সংস্থাকে চিঠি লিখেছে।এর ফলে সেখানে বসবাসকারী বাসিন্দা মূল প্রবীণ ও শিশুদের নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হচ্ছে। আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ দয়া করে রাতে শব্দ ও কম্পনজনিত কোনও কাজ করবেন না।মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে সেই চিঠি গৃহীত হয়েছে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডরের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও হাওড়া ময়দানের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হবে।তীব্র কম্পন ও আওয়াজে ঘুমোতে না পেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কয়েকজন বুধবার রাতেই মেট্রো রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে নির্মাণস্থলে যান।কিন্তু তখন সেখানে কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন না।এক বাসিন্দার তরফে জানা গিয়েছে,সারাদিনের কাজকর্মের পর আমাদের পক্ষে রাতে ঘুমানো প্রায় অসম্ভব। প্রবীণ ও বাচ্চাদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। কী ভাবে দিনের পর দিন ধরে এই ধরনের কাজ চলতে পারে বুঝতে পারছি না। চিঠি দেওয়ার পর এখন কী পদক্ষেপ করা হয় সেটাই দেখার।নির্মাণকাজের জন্য ঘুম শিকেয় উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। চিঠিতে রাতে কাজ বন্ধ করার আবেদন করা হয়েছে। মেট্রোর কাজের জন্য জন্য হওয়া আওয়াজ ও কাঁপুনিতে তাঁদের ঘুম হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বউবাজের মেট্রোর কাজের জন্য দুর্গাপিতুরি লেন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অধিকাংশ তাঁদের বসত বাড়ি ছেড়েছেন। কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটিড তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই সংস্থাই ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত। দুর্গাপিতুরি লেনের কয়েকটি বাড়িকে 'নিরাপদ' ঘোষণা করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সেখানে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মেট্রো ঘোষিত 'নিরাপদ' বাড়িতে সব মিলিয়ে ৪০ জন বসবাস করেন। বাসিন্দারা বউবাজার মাটি ও মানবকল্যাণ সমিতি নামে একটি সংগঠনও তৈরি করছেন। সেই সংগঠনের তরফেই মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।ওই লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে,দুর্গা পিতুরি লেনে ভূগর্ভস্থ ইভাকুয়েশন শ্যাফট নির্মাণের জন্য যে বোরিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে,তার কারণে গত কয়েকদিন ধরে আমাদের এলাকায় প্রচণ্ড শব্দ ও কম্পন তৈরি করছে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোনা রুপো লোহা ও তামা, এই চারটি ধাতুকে শনিদেব চরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন - যখন কোনও নারী বা পুরুষের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নাশ করেন তখন ছায়ার সুপুত্র শনিদেব আসেন লোহার চরণে অর্থাৎ ওই চরণে অশুভ প্রভাব ফেলেন তিনি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন নানা জায়গাও রয়েছে এই বাংলাতে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে তৎকালীন যুগে থেকে আজ পর্যন্ত ঋষি মুনিঋষি ও দেবতাদের যথাযোগ্য রাজ্য হিসেবে ঘোষিত না হলেও অলিখিতভাবে ঘোষিত রয়েছে। এই বাংলার বুকে অনেক ঐতিহাসিক' ও আধ্যাত্মিক ঘটনা যুক্ত রয়েছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরলতম। দেশের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া হয়নি।মুনি ঋষি ও দেবতার রাজ্যে আজ কেন এত হিংসা পরিণত হয়েছে, এই রহস্য খুঁজে বের করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি। মানুষের মনে বিষাক্ত পরিবেশ তৈরির করছে সুবিধাবাদ সমাজের হর্তাকর্তা বিধাতারা।বাংলার দুটি জেলা আজও প্রায় অগ্নিগর্ভের মত হিংস্র পরিবেশ তৈরি আছে। একটি হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা অন্যটি হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা।এই জেলার ইতিহাস আমি তুলে ধরতে চাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সে কথা সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করে যেতে চাই আজকের দিনে।পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম জেলা হল ২৪ পরগনা জেলা । ১৯৮৬ সালে এই ২৪ পরগনা জেলা ভেঙে দুটি নতুন বিভাগের সৃষ্টি হয় যথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা।আমরা অনেকেই কিন্তু জানিনা এই জেলার নাম কেন ২৪ পরগণা হল আর এই ২৪ টি পরগণার নাম ই বা কি কি।এই জেলার নাম '২৪ পরগনা' হল কিভাবে তা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে চব্বিশ পরগনার উৎপত্তির সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সংগ্রাম ও বিশ্বাসঘাতকতার এক নিদারুণ সাক্ষ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় হয়।২৯ জুন ক্লাইভ ২০০ ইংরেজ ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। ক্লাইভ লিখেছেন, "এই উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তারা ইচ্ছে করলে শুধু লাঠি ও ঢিল মেরেই আমার মুষ্টিমেয় গারো সৈন্যদের মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু বাঙালি তা করেনি।" পলাশীর যুদ্ধে তপন মাহেন লিখেছেন, "ক্লাইভ মীরজাফরের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন।রাজকোষ খালো হল।ক্লাইভের একার ভাগ্যেই ২১ লক্ষ টাকা জুটলো।এর উপর মীরজাফর খুশি হয়ে সমস্ত ২৪ পরগনার মালিকানা স্বত্ব ক্লাইভ কে বকশিশ করলেন। মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে তার নবাব হবার যড়যন্ত্র চুক্তির চার নম্বর শর্ত অনুযায়ী ইংরেজকে কলকাতা সহ দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনা (মহল) কলকাতার জমিদারি বা ২৪ পরগনার জমিদারি নামে ৮৮২ বর্গমাইল এলাকা দান করেন যার বার্ষিক খাজনা ধার্য হয় ১২০০ টাকা।"That all the land to the south of Calcutta lying between the river and the lake and reaching as far as culpee shall be put under that perpetual government of the English, in the manner as now government by the country Zamindars, that English paying the usual rent for the treasury" (jeP Ra Bengal in 1756-57 (vol.I, P. 215-17) aC 2 প্রাসঙ্গিক বিবরণ)। মীরজাফর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 'চব্বিশ পরগনার জমিদার নামে যৌতুক হিসাবে যে চব্বিশটি পরগণা দান করেন তার নামগুলি হল- ১. আমিরপুর, ২. আকবরপুর, ৩.আজিমাবাদ,৪.বালিয়া, ৫, বারিদহাটি,৬. বাসনধাওর, ৭. কলকাতা, ৮, দক্ষিণ সাগর ৯. গড়, ১০, হাতিয়াগড়, ১১. ইখতিয়ারপুর, ১২. খাড়ি-জুড়ি, ১৩, খাসপুর, ১৪. ময়বানমল,১৫, মাগুরা, ১৬. মানজুড়ি, ১৭, ময়দা, ১৮, মুড়াগাছা, ১৯, পাইকান ২১. সাতাল, ২২, শাহনগর, ২৩, শাহপুর, ২৪, উত্তর পরগনা। ১৭৭৪ সালে লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করলে এই ২৪ টি পরগণার জায়গীর আবার কোম্পানির হাতে চলে আসে।ইংরেজ শাসনকালে ২৪টি পরগনা জেলা প্রশাসনিক কারণে অনেকবার ভাগ হয়েছে।স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তান হবার পর যশোর জেলার বনগাঁ ২৪টি পরগনা জেলার আওতাধীন হয়ে পড়ে এবং সুন্দরবনের একটা বড় অংশ খুলনা ও বাখরগঞ্জের মধ্যে চলে আসে।ইংরেজ আমলে কোলকাতা ২৪টি পরগনা জেলা থেকে পৃথক হয়ে ভারতের রাজধানী হয়। ১৯৮৩ সালে ডঃ অশোক মিত্রের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি এই জেলাকে বিভাজনের সুপারিশ করলে ১৯৮৬ সালে ১লা মার্চ এই জেলাটিকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নামে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়।ইতিহাসের ইতিকথা লিখতে গেলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বাবা ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার স্মরণ না করলে লেখাটি আজ হয়তো সম্পূর্ণ হবে না। কলকাতা থেকে কিছু দূরে উত্তর ২৪ পরগণার চৌরাশি চাকলা গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে লোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতা কমলাদেবী। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের চতুর্থ পুত্র। বাবা লোকনাথের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি জাতিস্মর, দেহ থেকে নির্গত হতে এবং অন্যের মনের ভাব অবলীলায় তিনি জানতে পারতেন। এছাড়াও, অন্যের রোগ নিজের দেহে এনে রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারতেন বলেও কথিত আছে। লেখার শুরুতে বলেছি বাংলার ইতিহাস লিখতে গেলে ঐতিহাসিক কারণে ঋষি মুনি ও দেবতা খুলে কথা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বরাবরই।তবে এই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দুটি ঐতিহাসিক স্থান ও ঐতিহাসিক ঘটনার কথা আমি আজ আমার লেখার মধ্যে তুলে ধরতে চাই। একটি হল অতীতের গোবরডাঙ্গা অন্যটি হলো টাকি। গোবরডাঙা এলাকাটি ছিল কুশদহ বা কুশদ্বীপের অন্তর্গত। কুশদ্বীপের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল যমুনা নদী। একদা স্রোতস্বিনী যমুনা আজ অবশ্য নাব্যতা হারিয়ে মজে যেতে যেতে মৃতপ্রায়। এখানকার ইতিহাস ঘেঁটে ও প্রবীণ মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গোবরডাঙার আদি বাসিন্দাদের বেশিরভাগই এসেছিলেন সপ্তগ্রাম থেকে। প্রায় চারশো বছরেরও পুরনো এই জনপদের ইতিহাস।১৮৭০ সালে গোবরডাঙা পুরসভা গঠিত হয়। গোবরডাঙা বাজারের কাছে জমিদার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের জমিতে পুরভবন তৈরি হয়। তখন জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২২০০। ওয়ার্ড ছিল ৪টি। প্রথম চেয়ারম্যান হন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।শ্রীশচন্দ্র ছিলেন খাঁটুরার বাসিন্দা। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবা বিবাহ আইন সরকারি অনুমোদন লাভ করলে শ্রীশচন্দ্র সামাজিক নিয়ম ও প্রচলিত সংস্কারকে উপেক্ষা করে সে বছরের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে বর্ধমানের বাল্য বিধবা কালীমতীকে বিয়ে করেন। এমনকী, মা সূর্যমণিদেবীর নিষেধও অগ্রাহ্য করে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র। সেই ছিল প্রথম বিধবা বিবাহ। বিবাহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রমাপ্রসাদ রায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো প্রথিতযশা মানুষ। শ্রীশচন্দ্রের বিধবা বিবাহের ঘটনা আজও গোবরডাঙাবাসী স্বগর্বে মনে রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি শ্রীশচন্দ্র বনগাঁর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন।পুরসভা তৈরির আগে গোবরডাঙা ছিল বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত। এখানকার মানুষের নানা প্রয়োজনে ও সরকারি কাজে বসিরহাটে যাতায়াত করতে হত। সেই যাতায়াত ছিল খুবই কষ্টসাধ্য, খরচও হত প্রচুর। যমুনা ও ইছামতী নদী পেরিয়ে তাদের যেতে হত। বারাসত মহকুমা তৈরি হওয়ার পরে গোবরডাঙা তার সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমে।পুরসভার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে যমুনা নদী, পূর্ব দিকে কঙ্কনা বাওর ও রত্না খাল, উত্তরে ইছাপুর খাল।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ব্যক্তি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন কাজল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সবসময়ের খোলামেলা তিনি। প্রেম, বিয়ে, সন্তান, তারপর কাজে ফেরা, এ নিয়ে একাধিক সাক্ষাৎকারে বারে বারে কথা বলেছেন অভিনেত্রী কাজল। এবার এই অভিনেত্রীই তার ব্যক্তি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ সম্পর্কে কিছু কথা প্রকাশ্যে আনলেন। আর তিনি আর কেউ নন, কাজলের শাশুড়ি।

বিয়ের পর দু-দশক অতিক্রান্ত। বলিউডের সেরা দম্পতি জুটি বললেই কাজল-অজয় দেবগণ-র নাম অনেকেরই মাথায় আসে। একে অপরের সঙ্গে অন্য সম্পর্কে থাকাকালীন মন বিনিময় হয়েছিল দুজনের। তারপর ১৯৯৯ সালে বাড়ির মত না থাকা সত্ত্বেও ২৪ বছর বয়সে গাটছড়া বাঁধেন বলিউডের এই জুটি।

এমনকি কাজলের মত একজন সফল অভিনেত্রী যখন অজয় দেবগণকে বিয়ে করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে দূরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কাজল অবশ্য তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। যদিও পুরোপুরি অন্তর্ধান তিনি করেননি। একটা বড় অন্তরায়ের পর ফের কাজে ফেরেন। কাজ করেন 'দ্যা ট্রায়াল - পেয়ার, কানুন, ধোঁকা' ওয়েব সিরিজে তিনি নয়নিকা সেনগুপ্ত নামে এক বাঙালি আইনজীবীর ভূমিকায়।

৪ জুলাই থেকে ডিজনি প্লাস হটস্টারে মুক্তি পাবে কাজলের এই সিরিজ। কাজলকে দেখা যাবে একজন আইনজীবীর ভূমিকায়, তার চরিত্রের নাম নয়নিকা। আর এই সিরিজের ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে নিজের শাশুড়ি সম্পর্কে মুখ খুললেন কাজল।

এদিন কাজল জানিয়েছেন, 'আমি একটা অসাধারণ পরিবার পেয়েছি। সবাই আমার জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে ভীষণভাবে সমর্থন করেছে। আমার মনে আছে, বিয়ের পরে, নায়সার জন্মের পরে, আমার শাশুড়িমাই প্রথম মানুষ ছিলেন, যিনি আমায় বলেছিলেন লাইটস, ক্যামেরা, অ্যাকশনের জগতে ফিরতে। উনি বলেছিলেন, নায়সাকে বড় করা নিয়ে ভাবতে হবে না, ওর জন্য আমরা সবাই আছি।'

শ্বাশুড়ির পাশাপাশি এইদিন স্বামী অজয় দেবগণের কথাও বলেন কাজল। কাজল জানান, 'আমার স্বামী, অজয় নিজের কাজের সময় ঠিক করার সময় আমার সুবিধা, অসুবিধার কথা মাথায় রাখত। আমার যদি বাইরে শ্যুট থাকত, অজয় বাইরে কাজ নিত না। আবার ওর বাইরে যাওয়া থাকলে আমিও সেটাই করতাম।একে অপরের মধ্যে সেই বোঝাপড়াটা ছিল আমাদের।'

কবে বিয়ে করবেন? জানালেন মিমি চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই মুহূর্তে টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রীদের নামের তালিকা যদি তৈরি করা হয় তাহলে ওপরের দিকেই নাম থাকবে মিমি চক্রবর্তীর। ছোটপর্দার হাত ধরে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন নায়িকা। এরপর নিজের প্রতিভার জোরে বড়পর্দায় পা রাখেন তিনি। ব্যস, এরপরেই ঘুরে যায় মিমির ভাগ্যের চাকা। টলিউড ডেবিউর পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। যদিও আজ মিমির কেরিয়ার নয়, বরং বিষয়বস্তু হল তার বিয়ে। মিমির সমসাময়িক অধিকাংশ নায়িকার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কারোর আবার বিচ্ছেদও হয়ে গিয়েছে। শুভশ্রী-নুসরাতরা তো এখন সন্তানের মা অবধি হয়ে গিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মিমি কবে বিয়ে করবেন এই প্রশ্ন প্রায়ই উঁকি দেয় তার অনুরাগীদের মনে। একাধিকবার এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন নায়িকা নিজেও। অবশেষে এই বিষয়ে মুখ খুললেন তিনি।

পেশাদার জীবনে মিমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপক কৌতুহল। মিমি যে একসময় পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তা কারোর অজানা ছিল না। ইন্ডাস্ট্রির 'ওপেন সিক্রেট' ছিল এটি। তবে সেই সম্পর্ক ভেঙেছে। এখন শুভশ্রী এবং ছেলে ইউভানকে নিয়ে সুখের সংসার রাজের। শীঘ্রই আসতে চলেছে তাদের দ্বিতীয় সন্তান। মিমির চর্চিত প্রাক্তন প্রেমিক নিজের জীবনে এতটা এগিয়ে গেলেও অভিনেত্রী নিজের পেশাগত জীবন নিয়েই ব্যস্ত। সম্প্রতি কাজের ফাকে অনুরাগীদের জন্য একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করেছিলেন টলি নায়িকা। সেখানেই এক অনুরাগী মিমিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কবে বিয়ে করবেন?' ভক্তের এই প্রশ্ন একেবারেই এড়িয়ে যাননি টলি সুন্দরী। বরং তার তরফ থেকে এসেছে স্পষ্ট জবাব।

অভিনেত্রী লেখেন, 'কী জন্য করবো?' সেই সঙ্গে একটি হাসির ইমোজিও যোগ করেছেন তিনি। এর আগেও বিয়ে নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন মিমি। সেই সময়ও একই কায়দায় উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

সিনেমা এবং রাজনীতির দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি এখন নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভিডিও বানানো নিয়েও বেশ ব্যস্ত থাকেন মিমি। শীঘ্রই শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায়ের সিনেমার হাত ধরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন তিনি।

ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে প্রিয়াঙ্কার 'বিতর্কিত' মন্তব্য : তীব্র সমালোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে 'বিতর্কিত' মন্তব্য করায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া সমালোচনার মুখে পড়েছেন। জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বিয়ে করে সংসার পেতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিয়মিত অভিনয় করছেন হলিউডের সিনেমায়। অবশ্য তার অভিনয় ক্যারিয়ারের শুরুটা হয়েছিল ভারতীয় সিনেমার হাত ধরেই। কিন্তু নিজ দেশের সিনেমাকেই হেয় করে কথা বললেন এ অভিনেত্রী। তবে প্রিয়াঙ্কার এই মন্তব্য এখনকার নয়, বেশ পুরোনো। ২০১৬ সালে এমি অ্যাওয়ার্ডসে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানেই তার কাছে ভারতীয় সিনেমা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'দেখুন, ভারতীয় সিনেমা মানেই বক্ষযুগল আর নিতম্ব।' এরপরই নেচে দেখাতে থাকেন অভিনেত্রী। তার এই নাচ বেশ পছন্দ হয় উপস্থাপিকার।

নিজ দেশের সিনেমাকে নিয়ে প্রিয়াঙ্কার এমন মন্তব্যে খেপেছেন ভারতীয় নেটিজেনরা। পুরোনো ভিডিও নতুন করে ভাইরাল হতেই অভিনেত্রীকে একহাত নিয়েছেন অনেকে। 'ভালোই হয়েছে এখান থেকে চলে গিয়েছে, কিছু মানুষের সাদা চামড়ার স্বীকৃতি না পেলে হয় না', এমন মন্তব্য করা হয়েছে ভিডিওর কমেন্ট বক্সে।

ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে অভিনেত্রীর কোনো ধারণা নেই জানিয়ে একজন লেখেন, 'প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না, যা থেকে একাধিকবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে বলিউড। শ্রীদেবী, বৈজন্তীমালা, ঐশ্বরিয়া ভরতনাট্যম শিখেছেন, মাধুরী কত্থক, মীনাক্ষী শেষাদ্রি ওড়িশি ও কত্থকসহ অন্যান্য নৃত্যকলাও শিখেছেন, এমনকী আলিয়া এফ-এরও কত্থকের প্রশিক্ষণ রয়েছে। এই সমস্ত নৃত্যশৈলীর অবদান বলিউডে রয়েছে। যদিও প্রিয়াঙ্কাকে সাদা চামড়ার মানুষদের ধারণা অনুযায়ীই কথা বলতে হবে।'

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে মুক্তি পায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত প্রথম আমেরিকান টেলিভিশন সিরিজ 'কোয়ান্টিকো'। এরপর 'বেওয়াচ', 'ম্যাট্রিক্স', 'রেভোলিউশনস' এবং 'লাভ এগেইন' এর মতো হলিউড সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।

স্বামী জিতুর সঙ্গে শ্রাবন্তীর সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন নবনীতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টলিপাড়ার গসিপের এখন হট টপিক হল জিতু কমল এবং নবনীতা দাসের ডিভোর্স। সপ্তাহ খানেক আগে আচমকাই সবাইকে অবাক করে ডিভোর্সের কথা ঘোষণা করেন অভিনেত্রী। এরপর থেকেই এই নিয়ে চর্চা চলেই যাচ্ছে। সেই সঙ্গেই বিচ্ছেদের কারণ নিয়েও একাধিক জল্পনা-কল্পনা চলছে। কেউ কেউ জিতু-নবনীতার ডিভোর্সের জন্য দায়ী করছে শ্রাবন্তী চ্যাটার্জীকে। জিতু এবং শ্রাবন্তী একসঙ্গে দুটি সিনেমায় কাজ করছেন। কয়েক মাস আগেই লন্ডনে থেকে 'বাবুসোনা'র শুটিং সেরে ফিরেছেন দুইজনে। এরপর এসকে মুভিজের ব্যানারে 'আমি আমার মতো' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করবেন জিতু-শ্রাবন্তী। পরপর দুটি সিনেমায় তাদের কাজ করার কথা সামনে আসার পর থেকেই নানান গুজব রটতে শুরু করে দিয়েছে। অনেকেই জিতু-শ্রাবন্তীর সম্পর্কে দিকে আঙুল তুলেছেন। কেউ নায়কের চরিত্রের দিকে আঙুল তুলছেন, কেউ আবার নবনীতার। টলিউডে সাফল্য পাওয়ার পরেই জিতুর চরিত্রে বদল এসেছে, একথাও শোনা গিয়েছিল। অবশেষে এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন নবনীতা নিজে। মঙ্গলবার ফেসবুক লাইভে এসে এই নিয়ে মুখ খোলেন অভিনেত্রী।

নবনীতা বলেন, 'এটা আমার এবং জিতুর যৌথ সিদ্ধান্ত। আমাদের সম্পর্ক ভাঙার জন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তি দায়ী নন। জিতুর সঙ্গে অন্য সহ-অভিনেত্রীর নাম জড়ানো হচ্ছে। অনেক জায়গায় আমি শ্রাবন্তীদিকে নিয়ে জিতুর নাম জড়াতে দেখছি, কুরুচিকর মন্তব্যও করা হচ্ছে। এগুলো একেবারেই ঠিক নয়। আমি আশাহত হয়েছি। শ্রাবন্তীদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। আমি যখন লন্ডনে গিয়েছিলাম গল্প করেছি, আড্ডা দিয়েছি, চিপস খেয়েছি। যেগুলি রটছে সেগুলি ঠিক নয়'।

নবনীতার সংযোজন, 'জিতুর সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছে, আচমকা সাফল্য পেয়ে ও উদ্ধত হয়ে গিয়েছে এটা ঠিক নয়। ও যখন সাফল্য পাচ্ছিল আমি ওর সঙ্গেই ছিলাম। আমি নতুন কাজ যখন শুরু করলাম, জিতুর সঙ্গে ফোনে আলোচনা করেছি। জিতুর মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি। বাড়িতে সময় দেওয়াটা হয়তো কমিয়ে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে কখনও প্রফেশনাল ইগো আসেনি'।

সবশেষে 'বিয়ের ফুল' অভিনেত্রী বলেন, আমাদের ঝগড়া হয়েছে এটা ঠিক, তবে সেটা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির জন্য না। সেটা আমাদের দু'জনের ইগো সমস্যার জন্য। একসঙ্গে থেকে একে অপরকে সম্মান না করার চেয়ে আলাদা থেকে সম্মান করাটা শ্রেয়। বিয়ে ভাঙলেও জিতুকে নিয়ে কোনও রকম কুৎসা মানতে পারছেন না নবনীতা। সেই জন্যই 'স্বামী'র পাশে দাঁড়িয়ে কড়া জবাবে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন তিনি।

আইসিসির মতে

বিশ্বকাপের যে পাঁচটি ম্যাচ সেরা ম্যাচ হবে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র ৯৩ দিন। প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় ক্রিকেট বিশ্বকাপের এই মহাযজ্ঞ। এবারের এই টুর্নামেন্টটির ১৩তম আসরের পর্দা উঠতে যাচ্ছে ভারতে। এরই মধ্যে টুর্নামেন্টটির চূড়ান্ত সূচি ও ভেন্যু ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)।

বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সমীকরণ মেলাতে শুরু করেছেন সাবেক ক্রিকেট কিংবদন্তিরা। করছে নানা ভবিষ্যদ্বাণী। পুরো টুর্নামেন্টে কে হবেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, উইকেট শিকারী। এ ক ই ভা বে সেমিফাইনালিস্টদের নিয়েও দিচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণী।

এবারের বিশ্বকাপের সেরা ম্যাচ কোনটি হতে যাচ্ছে সেটি নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সকলের তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত-পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ম্যাচটি। এছাড়াও অনেকে অনেক ম্যাচ নিয়ে করেছেন আলোচনাও। যেখানে যোগ দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রি কে ট কা উ ন্সি লও (আইসিসি)। নিজেদের ওয়েবসাইটে সংস্থাটি বাছাই করেছে বিশ্বকাপের যে পাঁচটি ম্যাচ সেরা ম্যাচের তকমা পেতে যাচ্ছে। এই ম্যাচগুলো আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে মিস করা যাবে না। যেখানে জায়গা পেয়েছে বাংলাদেশের একটি ম্যাচও। আইসিসির মতে বিশ্বকাপের যে পাঁচটি ম্যাচ অবশ্যই দেখতে হবে: ভারত-পাকিস্তান (আহমেদাবাদ, ১৫ অক্টোবর): আইসিসির দৃষ্টি পুরো বিশ্বকাপে সেরা ম্যাচের একটি হতে যাচ্ছে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচটি। যেটি নিয়ে আলাদাভাবে বলার কিছু নেই। দু'দলের মাঠে লড়াই ছাপিয়ে যা সীমান্ত পেরিয়ে। সেটি যে কোনো ইভেন্টেই হোক। এই একটি ম্যাচ দেখার জন্য বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে দল দুটি শুধু আইসিসি ও এসিসির বৈশ্বিক ইভেন্টেই মুখোমুখি হয়। তাই এই ম্যাচটি যে পুরো বিশ্বকাপের প্রধান ম্যাচের মর্যাদা পেতে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাতটি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে দল দুটি। যেখানে পরিস্কার আধিপত্য ভারতের।

ই ং ল্যা ন্ড - নি উ জি ল্যা ন্ড (আহমেদাবাদ, ৫ অক্টোবর): তালিকার দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে উদ্বোধনী ম্যাচ। যেটি অনুষ্ঠিত হবে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। এ দুজন আগের বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টও। সেবার নিউজিল্যান্ড শিরোপা জয়ের একেবারে কাছে গিয়েও পুড়তে হয়েছে বেদনায়। সুপার ওভারের ম্যাচে তারা ইংলিশদের কাছে পরাজিত হয় বাউন্ডারি গণনার নিয়মে। তাই উদ্বোধনী ম্যাচটি যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক হতে যাচ্ছে তা চোখ বন্ধ করে বলাই চলে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া (চেন্নাই, ৮ অক্টোবর): তৃতীয় স্থানেই রয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ। যেটি দিয়ে টুর্নামেন্টে যাত্রা করবে স্বাগতিকরা। ভারত অস্ট্রেলিয়াকে বধ করতে এ ম্যাচে ৪ স্পিনার নিয়ে নামতে পারে। তাই বলা যায় ম্যাচটি মূলত হতে পারে ভারতের স্পিনার বনাম অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারের মধ্যে।

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা (লখনৌ, ১৩ অক্টোবর): চতুর্থ স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ। এ বিশ্বকাপে বিশেষ কিছু করে দেখাতে চাইবে প্রোটিয়ারা। শেষ বিশ্বকাপে খেলা ৯ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ৩টি ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ২০১৯ বিশ্বকাপে ফাফ ডু প্লেসির দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রোটিয়াদের জয়। উভয় দলই তাদের পেস অ্যাটাক নিয়ে মাঠে নামবে। সেই সঙ্গে দল দুটির রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাটিং লাইনআপও। তাই বলা চলে প্রোটিয়ারা যেমন প্যাট কামিন্স এবং মিচেল স্টার্কদের তোপে পড়বে তেমনি অস্ট্রেলিয়াও তোপে পড়বে কাগিসো রাবাদা এবং অ্যানরিচ নর্টজের পেস তোপে।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান (ধর্মশালা, ৭ অক্টোবর): তালিকের পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ম্যাচটি। এই ম্যাচটি যেই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সেটি আফগানদের কাছে বেশ পরিচিত একটি মাঠ। কেননা তারা একটা সময় নিজেদের হোমগ্রাউন্ড হিসেবেই ভারতের এ মাঠটিকে ব্যবহার করেছে। তাই মাঠের আবহাওয়া সম্পর্কে তারা বেশ পরিচিত। তবে বাংলাদেশও যে ম্যাচটি হেলায় ছেড়ে দেবে এমনটি নয়। নিজেদের দিনে যদি সকলে নিজ নিজ জায়গা থেকে ব্যাট-বল-ফিল্ডিং তিন ইভেন্টেই নিজেদের সেরাটা দেখাতে পারে তাহলে অবশ্যই ম্যাচটি হতে যাচ্ছে জমজমাট একটি ম্যাচ।

'আমি ক্রিকেটকে বেছে নিতাম ছেলে হয়ে জন্মালে'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টেনিসে যার নাম সবার কাছে পরিচিত, তিনি হলেন ভারতীয় টেনিসে আলো ছড়ানো একটি নাম সানিয়া মির্জা। একের পর এক শিরোপা জয়ে ভারতকে তিনি বিশ্বের বুকে গর্বিত করেছেন। সম্প্রতি টেনিস ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন তিনি।

সাবেক এই টেনিস কিংবদন্তি মনে করেন, তিনি যদি ছেলে হয়ে জন্মাতেন, তাহলে হয়তো টেনিস নয় খেলতেন ক্রিকেট! ধ্রুবতারার মতো উত্থান। ছয়টা গ্র্যান্ড স্ল্যাম, ৪১ টা ডাবলস জয়। অনেক সাফল্য, অনেক ইতিহাস। তারপর হঠাৎ করেই পথচলা থামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

সানিয়া মির্জার অবসরের ঘোষণা স্বাভাবিকভাবেই তাই মেনে নিতে পারছিলেন না অনেকে। তবে নিজের অবসর নিয়ে কোনো খেদ নেই সানিয়ার। নিজের অবসর প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন, 'আমি মাথা উঁচু করে টেনিসকে বিদায় জানাতে চেয়েছিলাম।

তাই মনে হলো, এটাই অবসরের ঠিক সময়। জানি, এখনও আমার বড় ম্যাচ জেতার ক্ষমতা রয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলেছি। আসলে আমি ওই পর্যায়ে খেলতে পছন্দ করি। এখনও কেন খেলা ছাড়ছি না, এটা শোনার থেকে 'কেন খেলা ছাড়লেন' শোনা আমার কাছে অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক।

বরাবর আমি কঠিন থেকে কঠিনতর চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করেছি। তার জন্য পরিশ্রম, আত্মত্যাগ কম কিছু করতে হয়নি। সেই তাগিদটায় ঘাটতি আসুক চাইনি। তাই মনে হলো, এটাই খেলা ছাড়ার আদর্শ সময়।'

এদিকে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া বলেন, 'সত্যি কথা বলতে, আমি যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়ে জন্মাতাম, তাহলে হয়তো ক্রিকেটই খেলতাম। এমনিতে মনে হয়, ক্রিকেট খেলাটা যেন আর পাঁচটা খেলার থেকে আলাদা।'

আরও বলেন, 'তবে আমি মেয়ে হওয়ার জন্যই হয়তো মনে হতো ক্রিকেটটা আমাদের খেলা নয়। এই চিন্তাধারাটা অবশ্যই হালের নয়। আমি বলতে চাই, সেটা প্রায় ত্রিশ বছর আগের সাধারণ ভারতীয়-মনোভাব।' উল্লেখ্য, টেনিস ছাড়ার পর অবসরের পরবর্তী ক্যারিয়ার হিসেবেও বেছে নেন ক্রিকেটকে। সর্বশেষ নারী আইপিএলের জন্য রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন টেনিস এই কিংবদন্তি । ভারতের তারকা এই টেনিস তারকা মূলত দলটির মেন্টরের দায়িত্ব সামলান।

বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার মেসির হাতেই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপীয় ফুটবলের পাট চুকিয়ে নতুন গন্তব্যে লিওনেল মেসি। বিদায় বেলায়ও তার হাতে উঠল ইউরোপের বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গত আসরে তার সদ্য সাবেক দল পিএসজি খুব একটা ভালো করতে পারেনি। বাদ পড়েছে শেষ ষোলতেই।

তবে ব্যক্তিগত একটি অর্জন ঠিকই ধরা দিয়েছে আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সমর্থকদের ভোটে ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতার গত আসরের সেরা নির্বাচিত হয়েছে লিগ ওয়ানের দলটির তারকা ফরোয়ার্ডের গোল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বে বেনফিকার বিপক্ষে প্রথম লেগের ম্যাচে গোলটি করেন মেসি। ২২তম মিনিটে ডি বক্সের ঠিক সামনে থেকে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার। ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ১-১ গোলে ড্র হয়।

২০২২-২৩ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা ১০ গোল নির্বাচন করেন উয়েফার টেকনিক্যাল অবজারভার প্যানেল। এরপর ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় আসরের সেরা হয় ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হালান্ডের গোল। সাবেক ক্লাব বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে অ্যাক্রোব্যাটিক প্রচেষ্টার গোলটি করেছিলেন নরওয়ের এই স্ট্রাইকার। সমর্থকদের ভোটে তিন নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে হালান্ডের ওই গোলটি। তালিকায় দুই নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে সেমি-ফাইনালে করা রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের করা গোল।

বিশ্বকাপ এনে দেবে এই দুই ক্রিকেটার!

বড় ভবিষ্যৎবাণী হরভজনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন পর ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওডিআই বিশ্বকাপের মহাযজ্ঞ। ৫ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত চলবে মহাযুদ্ধ। ইতিমধ্যে আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপ উপলক্ষে চূড়ান্ত সময়সূচি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা।

৮ই অক্টোবর চেন্নাইতে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ২০২৩ বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু করবেন বিরাট কোহলিরা। যদিও তার আগে, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার মাটিতে এশিয়া কাপে ভাগ নেবে রোহিত বাহিনী।

এদিকে, ২০২৩ বিশ্বকাপের মেগা আসর শুরু হওয়ার পূর্বে বড় ভবিষ্যৎবাণী করে বসলেন ভারতের সাবেক তারকা হরভজন সিং। এদিন সংবাদমাধ্যমে দুই ক্রিকেটারের নাম ধরে তিনি বলেন, 'শুভমান গিল এবং রবীন্দ্র জাদেজার জুটি ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দেবে। এই দুই ব্যাটসম্যানের পারফরমেন্সেই রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ২০২৩ বিশ্বকাপ জিতবে ভারত।'

তিনি আরও বলেন, 'আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য যে কটি স্টেডিয়াম নির্বাচন করা হয়েছে, তা প্রত্যেকটি স্পিন সহায়ক। ফলে, বল হাতে ধ্বংসলীলা দেখাতে মোটেও পিছুপা হবে না রবীন্দ্র জাদেজা। শুভমান গিল স্পিন খেলতে বেশ পারদর্শী। মূলত স্পিন বলে সর্বাধিক রান করে থাকেন তিনি। ফলে, এই দুই তারকা ক্রিকেটার যে ধ্বংস লীলা চালাবেন তা বলে দিতে হয় না।'

কে সেরা?

রোনালদো না মেসি? যা জানালেন মার্টিনেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ডিয়েগো ম্যারাডোনা, লিওনেল মেসি। সবশেষ তৃতীয় আর্জেন্টাইন হিসেবে সোমবার (৩ জুলাই) কোলকাতায় পা রেখেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। ঢাকায় ১১ ঘণ্টার সফর শেষে তিন দিনের সফরে কলকাতায় যান তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতায় এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আয়োজকেরা। ক্রীড়া সংগঠক শতুদ্র দত্তের সেই অনুষ্ঠানের নাম 'তাহাদের কথা'। সেখানে নিজের গল্প শুনিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই গোলরক্ষক।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে এমির কাছে প্রশ্ন করা হয়, কে সেরা? রোনালদো না মেসি? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা সেরা খেলোয়াড় হিসেবে মেসিকেই বেছে নিয়েছেন।

মার্টিনেজ বলেন, 'অবশ্যই মেসি সর্বশ্রেষ্ঠ। রোনালদো কেবল একজন ফুটবলার মাত্র।' মার্টিনেজের কাছে আরেকটি প্রশ্ন ছিল, মেসি-রোনালদোর জায়গা কেউ নিতে পারবেন? জবাবটা বেশ কৌশলেই দিলেন তারকা এই গোলরক্ষক। রোনালদোর কথা এড়িয়ে গিয়ে মার্টিনেজ বলেন, 'মেসির জায়গা কেউ নিতে পারবে না। কারণ মেসি অন্য গ্রহের।'

ক্রিকেটে ঘটে গেল

এক বড় দুর্ঘটনা, বিশ্বকাপে খেলতে পারবে না জিম্বাবুয়ে!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটে ঘটে গেল এক বড় দুর্ঘটনা, বিশ্বকাপে খেলতে পারবে না জিম্বাবুয়ে! চলতি বছরই ভারতের মাটিতে বসছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আসর। এই বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের। বাছাইপর্বের গণ্ডি পেরিয়ে মূল পর্বের খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ক্যারিবীয়রা। একই পরিণতি হলো জিম্বাবুয়েরও।

বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ স্কটল্যান্ডের কাছে ৩১ রানে হেরে গেছে জিম্বাবুয়ে। ফলে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে সিকান্দার রাজাদের।

বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে জিম্বাবুয়ে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে ছিল। কিন্তু টানা তিন জয়ের পর তারা টানা দুই হারে বাছাইপর্ব থেকেই ছিটকে পরেছে দলটি।

টানা তিন জয়ের পর তারা নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে হেরেছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। আজ বাঁচা-মরার লড়াইয়ে সিকান্দার রাজারা স্কটল্যান্ডের বিপক্ষেও হেরেছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩৪ রান করেছিল স্কটল্যান্ড। এই রানের জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে ৪১.৩ ওভারে ২০৩ রানেই অলআউট হয়ে যায় জিম্বাবুয়ে।

এই জয়ের ফলে স্কটল্যান্ড ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নেট রান-রেটে এগিয়ে থেকে দুই নম্বরে উঠে এসেছে। জিম্বাবুয়ে ৬ পয়েন্ট হলেও রান-রেটে পিছিয়ে তিনে নেমেছে। এখন স্কটল্যান্ডের আর একটা ম্যাচ বাকি। সেই ম্যাচটা হবে নেদারল্যান্ডের বিপক্ষে। যদি এই ম্যাচে নেদারল্যান্ড জিতে তাহলে নেদারল্যান্ড রান-রেটে এগিয়ে মূল পর্বে চলে যেতে পারে। আবার যদি স্কটল্যান্ড জিতে তাহলে তো তারা যাবেই। তবে জিম্বাবুয়ের আশা শেষ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR